উজান গাঙ্গের মাঝি

কর্ণফুলী'র মিনি রিপোর্ট

সিডনীভিত্তিক বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব অষ্ট্রেলিয়া যখন খান খান (দুই খান) হয়ে ভুপাতিত হওয়ার পথে ঠিক তখনি একঝলক রোদেলা রশ্মি চমকে দিল ধরনীকে। বৈশাখী মেঘ সুর্যের তীর্যক আলোকে বেশিক্ষন আড়াল করে রাখতে পারেনি। সত্যকে গ্রহণ করে নিল সংশ্লিষ্ঠ অষ্ট্রেলিয়ান কর্তৃপক্ষ। জনকল্যানমূলক সংগঠনগুলোর রেজিষ্ট্রি ও পরবর্তিতে তাদের কার্যক্রম তদারকি কারক সংস্থা 'নিউ সাউথ ওয়েলস অফিস অব ফেয়ার ট্রেডিং (ডিপার্টমেন্ট অব কমার্স) এর আইনবিষয়ক ব্যবস্থাপক শ্রী কেরী গ্রান্ট গত ১৯ জুলাই ২০০৬, বুধবার এসোসিয়েশনের নব গঠিত কমিটি প্রধান (সভাপতি) জনাব ফারুক খান কে 'পাবলিক অফিসার' হিসাবে অনুমোদন দিয়ে রেজিষ্ট্রি ডাকে একটি পত্র তাদের কাছে পাঠিয়েছেন। বিষয়টি এসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব ফারুক খান কর্ণফুলী দপ্তরে ফোন করে সাথে সাথে অবগত করেন। জনাব খান আরো জানিয়েছেন যে তাদেরকে অগ্রাহ্য করে অবৈধভাবে পাল্টা যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল তা উক্ত সরকারী সংস্থা বেআইনি বলে চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। বিদ্রোহী পক্ষ একই নাম ও রেজিষ্ট্রেশন ব্যবহার করে 'ফেয়ার ট্রেডিং' প্রতিষ্ঠানে আরেকটি কমিটির তালিকা দিয়ে 'পাবলিক অফিসার' মনোনয়ন করার জন্যে যে আবেদন দাখিল করেছিল তা বাতিল করে দেয়া হয়েছে। জনাব ফারুক খান যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন, কারন তা না হলে তার নবগঠিত কমিটি বিরোধী পক্ষের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন বলে জানালেন। 'নিউ সাউথ ওয়েলস অফিস অব ফেয়ার ট্রেডিং (ডিপার্টমেন্ট অব কমার্স) এর কাছ থেকে ফারুক খানের নবগঠিত সংসদ সরকারী স্বিকৃতী প্রাপ্তি পর তাদের আর নিজ থেকে কোন ব্যবস্থা নেয়ার দায়বদ্ধতা রইলোনা।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সিডনী তথা অষ্ট্রেলিয়াতে আর যে কটি অনিয়মিত ও ব্যক্তিগত ছাপা মাধ্যম আছে তাদের কোনটিতেই জনাব ফারুক খান কর্তৃক আইনসম্মত ভাবে গঠিত এই সাংসদের কোন সংবাদ কখনো ছাপানো হয়নি। এছাড়া পাশাপাশি একটি পারিবারিক ওয়েবসাইট কমিউনিটির মধ্যে সংঘাত ও হানাহানি ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে বেশ কিছুদিন উজানে উল্টা বৈঠা বেয়ে ঘর্মাক্ত হয়েছিল। অনিয়মতান্ত্রিকভাবে গঠিত পাল্টা সংসদের নাম জায়েজ করতে 'গোপী ও বাঘা' দুই দোসর উঠে পড়ে লেগেছিল, যেমনটি এখন করছে 'একুশে একাডেমী'র সাথে। কমিউনিটির সুশীল সমাজ যখন দীর্ঘদিন পর অবহেলিত ও মৃতপ্রায় বাংলাদেশী প্রবাসীদের আদি সংগঠনটিকে পুনরোজ্জিবীত করতে উদারভাবে এগিয়ে আসেন তখন সমাজের কিছু অদক্ষ ও ধিকৃত ব্যক্তি উদ্দেশ্যমূলকভাবে নিরীহ ও অবোধ কয়েকজনকে দিয়ে একই সংগঠনের ব্যানারে আরেকটি পাল্টা প্যানেল তৈরী করতে ইন্ধন জোগায়। শেষাব্দি সব সাঙ্গ হলো, ভেস্তে গেল গোপী গাইন ও বাঘা বাইনের সকল শ্রম। কমিউনিটির গুনিজনেরা প্রায় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করছেন যে ঐ দুর্মুখ ও অসুস্থ মস্তিষ্কের লোকগুলো জনাব ফারুক খানের কমিটির স্বপক্ষে ভবিষ্যতে বিভিন্ন সময়ে সংবাদ ও তথ্য প্রচার করে কর্ণফুলী'র সততা ও সত্যভাষনকে উদাহরন হিসেবে গ্রহণ করবে। উক্ত বৈধ সংসদ বিষয়ে ভবিষ্যতে তাদের প্রচারিত সংবাদগুলোই প্রমান করবে তারা কর্ণফুলীর পদাঙ্ক অনুসরন করা শুরু করেছে এবং ভবিষ্যতে করবে। তবুও ভালো, পড়ন্ত বয়সে অনুতাপ করে অন্তত সুমতি হলে মন্দ কি। ইশ্বর ওদের মঙ্গল করুন।

কিন্তু হাত দিয়ে চেপে ধরার পরেও সত্যভাষী নিন্দুকের মুখ ফসকে সুরেলা কণ্ঠে বেরিয়ে আসে, "উজান গাঙ্গের মাঝিরে, বৈঠাখানা সামলে ধর, নাহলে তোর খবর আছে, হারাবি তুই যখন ঘর"